12

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 2-0-NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

১২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঁচ মাস যাবৎ বেতন পাইতেছেন না

চট্টগ্রাম মহানগরীতে ১৯৮৭ সালের অক্টোবর মাসে নবসৃষ্ট শূন্য পদে বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২০ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকাকে বিধি মোতাবেক নিয়োগদানের পর ২০৫ নামক খাত হইতে রিটেনশন অর্ডার সাপেক্ষে বেতন-ভাতাদি প্রদান করা হইত। পরবর্তীকালে আমাদের রাজস্ব (১৩৭) খাতে স্থানান্তর করা হইলেও তাহার কার্যকারিতার অভাবে প্রতি বছরই রিটেনশন অর্ডার আসা সাপেক্ষে জুন হইতে মে মাসের বেতন পাওয়া যায় জুন পরবর্তী ৩/৪ মাস পর হইতে। কিন্তু চলতি বৎসরে অর্থ বাজেট আসিলেও রিটেনশন অর্ডার না আসার কারণে আমরা পাঁচ মাস যাবৎ বেতন হইতে বঞ্চিত। বেতন না পাওয়ার কারণে পরিবার-পরিজন নিয়া চরম আর্থিক সংকটে দিন যাপন করিতে হইতেছে। থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও জেলা অফিসে যোগাযোগ করিলে বলা হয় যে, আপনাদের বিল ট্রেজারীতে জমা দেওয়া হয় প্রতি মাসেই; কিন্তু ট্রেজারী কর্তৃপক্ষ বলিয়াছেন- সরকারী বাজেট না থাকায় বিল পাস করা যাইতেছে না। প্রশ্ন হইতেছে - বাজেট না থাকিলে থানা অফিস হইতে কেনই বা বিল ট্রেজারীতে প্রেরণ করা হয়? যাহা হউক, রিটেনশন অর্ডার বাতিল ও নিয়মিত রাজস্ব খাত হইতে বেতন প্রদানের পাশাপাশি যথাশীঘ্র সম্ভব বকেয়া বিল পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জিয়াউদ্দিন আহাম্মদ খান,
তেইলপাড়া প্রাথমিক সরকারী
বিদ্যালয়,
বন্দর, চট্টগ্রাম।